আসাদুজ্জামানের বার্ষিক আয় ৯৪

লাখ ৮০ হাজার টাকা | ঢাকার

উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপি মনোনিত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন সদ্য সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তার ঢাকার উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি রয়েছে। তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার কোনো ঋণ নেই। নেই কানো মামলা। নির্বাচনি হলফনামায় এসব তথ্য দিয়েছেন অ্যাড. মো. আসাদুজ্জামান।

হলফনামায় আসাদুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, তার বার্ষিক আয় ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থান ও স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া বাবদ বছরে ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসা থেকে ৭৩ লাখ ৩০ হাজার, শেয়ার, বন্ড,সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত থেকে এক লাখ ৬৭ হাজার ২০১ টাকা ও পেশাগত আয় ৮ লাখ ৪০ হাজার ৩৮৬ টাকা।

স্ত্রীর শেয়ার বন্ড ব্যাংক আমানত,সঞ্চয়পত্র থেকে ১৭ হাজার ৮০১ টাকা এবং পেশাগত (শিক্ষকতা) থেকে বছরে আয় পাঁচ লাখ ৬ হাজার ১৫৯ টাকা দেখানো হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে আসাদুজ্জামানের কাছে নগদ ১৫ লাখ ৯ হাজার ৫৮২ টাকা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার নিজ নামে গচ্ছিত রয়েছে এক কোটি ৩২ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮৬ টাকা। বন্ড, শেয়ার কেনা আছে ৫২০০ টাকার এবং ফিক্সড ডিপোজিট প্রায় ৩০ লাখ টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে।

হলফনামায় নিজের ২০ ভরি সোনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, এছাড়া সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল ইলেকট্রনিক পণ্যের মূল্য ছয় লাখ টাকা, আসবাবপত্রের মূল্য চার লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ টাকা।

অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামানের অর্জনকালীন অস্থাবর সম্পদের

আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে দুই কোটি ১০ লাখ ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি টাকা। একইভাবে স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ লাখ ১৫ হাজার ৯৪১ টাকা, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য একই দেখানো হয়েছে।

স্থাবর সম্পদ হিসেবে আসাদুজ্জামানের ঢাকার সাভারের বড় বরদেশী মৌজায় ৪৬২ শতাংশ জমি রয়েছে। যার মূল্য এক কোটি ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০০ টাকা। ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্পত্তি এখনো দখল বা সীমানা বুঝে পাননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া ঢাকার উত্তরায় ৬ কাঠা জমিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট ভবন, একই এলাকায় ৫ কাঠা প্লটের ছয় তলাবিশিষ্ট ভবনের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেলের। যার মূল্য আট কোটি ১৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৮ টাকা। ধানমন্ডিতে দুটি ফ্ল্যাটের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে তার। যার আনুমানিক মূল্য ৫৭ লাখ ৯৮ হাজার ৬৭ টাকা দেখানো হয়েছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ১১৪, মাটিকাটা এলাকায় তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১.৮০ শতাংশ জমি। যা তার স্ত্রী পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

এসব স্থাবর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা। বর্তমান তার মূল্য ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা ধরা হয়েছে।

তিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি। চলতি অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে আয় দেখিয়েছেন ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা এবং সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৩৩ টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ২৭ লাখ ৬৩ হাজার ১৩৯ টাকা।

ঝিনাইদহে ৪টি আসনে ৪ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, ২৩ জন বৈধ

ঝিনাইদহে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি সংসদীয় আসনে মনোনয়ন যাচাইবাছাই সম্পন্ন হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে ২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসক মিলনায়তনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে মনোনয়ন যাচাইবাছাইয়ের কার্যক্রম। জেলার ৪টি সংসদীয় আসনে জমা পড়া মোট ২৭টি মনোনয়ন যাচাই শেষে নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা অনুযায়ী ৪জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

এর মধ্যে ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আলম বিশ্বাসের প্রার্থীতা ঋণখেলাপীর কারনে বাতিল করা হয়। এছাড়া ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনে ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থীতা ১শতাংশ ভোটারের ভোটার তালিকার সঠিক তথ্য না পাওয়ার কারনে বাতিল করা হয়েছে।

বাতিলকৃত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের ওবায়দুল হক রাসেল, মীর আমিনুল ইসলাম ও মুর্শিদা খাতুন। অবশ্য গত ১ জানুয়ারি বিএনপির সাবেক সাংসদ শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা খাতুন মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য সহকারী রিটানিং অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

যাচাই বাছাই শেষে ঝিনাইদহ-১ আসনে ৬জন, ঝিনাইদহ-২ আসনে ৬জন, ঝিনাইদহ-৩ আসনে ৫জন এবং ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় টিকে রয়েছেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস

উদযাপন

‘প্রযুক্তি ও মমতায়, কল্যাণ ও সমতায় আস্থা আজ সমাজসেবায়’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে সকালে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা। এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আবদুল কাদের, সহকারী পরিচালক মমিনুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার হাসানুজ্জামান, প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে ভুয়া দলিলে জমি বিক্রির অভিযোগে ৯০ বছরের বৃদ্ধের ভোগান্তি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড় কামারকুণ্ডু গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ৯০ বছর বয়সী বয়োবৃদ্ধ মন্তাজ বিশ্বাস। অভিযোগ উঠেছে, তার ভাই জীবদ্দশায় যে জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই জমি নিয়ে এখন তার মৃত্যুর পর মামলার আসামি করা হয়েছে নিরীহ এই বৃদ্ধকে।

ভুক্তভোগী মন্তাজ বিশ্বাস ও তার ভাই শফিউদ্দিন বিশ্বাস বড় কামারকুন্ডু গ্রামের বাসিন্দা। পৈতৃক সূত্রে তারা মোট ৪২ শতক জমির মালিক ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৬১ সালে টাকার অভাবে ৪২ শতকের মধ্যে ১৮ শতক জমি বিক্রি করেন মন্তাজ বিশ্বাস,

শফিউদ্দিন বিশ্বাস ও তাদের মা ফোজদার নেছা। পরে বাকি ২৪ শতক জমি দুই ভাই সমানভাবে ১২ শতক করে ভাগ করে নেন এবং দীর্ঘদিন আগেই নিজ নিজ জমি ভোগদখলে নেন।

সমস্যার সূত্রপাত হয় কয়েক বছর আগে। অভিযোগ রয়েছে, শফিউদ্দিন বিশ্বাস তার ভাগের ১২ শতক জমির মধ্যে ৭ শতক জমি বিক্রি করেন। পরে সেই জমি একাধিকবার হাত বদল হয়। একই জমি আবারো কিনে বিক্রি করেন শফিউদ্দিন। প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার ওই জমি কিনেছেন স্থানীয় বাসিন্দা লুৎফর রহমান।

এরপর শফিউদ্দিন বিশ্বাস মারা গেলে হঠাৎ করেই জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। অভিযোগ উঠেছে, ক্রেতা লুৎফর রহমান এখন ওই জমির মালিকানা দাবি করে ৯০ বছর বয়সী মন্তাজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় বলা হয়েছে, বড় কামারকুন্ডু গ্রামের ১৬৫ নম্বর মৌজার ওই জমি থেকে মন্তাজ বিশ্বাসকে সরে যেতে হবে।

এ বিষয়ে মন্তাজ বিশ্বাস বলেন,“আমি তো আমার ভাগের জমিতেই আছি। আমার ভাই যে জমি বিক্রি করেছে, তার দায় আমার ওপর কেন পড়বে? এই বয়সে আদালতে ঘুরে ঘুরে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।”

মন্তাজ বিশ্বাসের ছেলে রবিউল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, লুৎফর ভুয়া দলিল তৈরি করে জমি দখলের চেষ্টা করছে। যে জমি আমার চাচা বিক্রি করেছে, সেই জমি নিয়ে এখন আমার বাবাকে হয়রানি করা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষকে এভাবে মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা অমানবিক। তারা দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানান।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, যেহেতু আদালতে মামলা চলছে তাই আমার কিছু করনীয় নেই। তবে এ ব্যাপারে যদি আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ সংকট

ঝিনাইদহের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে তীব্র ওষুধ সংকট দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ না থাকায় সেবা নিতে এসে দিনের পর দিন ঘুরেও খালি হাতে ফিরছেন রোগীরা।

এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় মানুষজন। বাধ্য হয়ে অনেকেই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি ক্লিনিক বা ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনছেন।

জানা যায়, স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার ৬৭ টি ইউনিয়নের ১৮৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে সরকার। এক বছর আগেও এসব ক্লিনিক থেকে জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথাসহ সাধারণ রোগের জন্য বিনামূল্যে ২৭ প্রকার ওষুধ সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্লিনিকে মাত্র ২ থেকে ৩ প্রকার ওষুধ রয়েছে, আবার কোথাও একেবারেই ওষুধ বিতরণ বন্ধ রয়েছে। ওষুধ নিতে এসে দিনের পর দিন ফিরে যেতে হচ্ছে সেবাপ্রত্যাশীদের।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রঘুনাথপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, আজ কয়েক মাস ধরে এখানে এসে ওষুধ পাচ্ছি না। আগে তো সব রকম ওষুধ পাওয়া যেত। এখন আসলে শুধু কথা বলেই পাঠিয়ে দিচ্ছে।

রাশিদা খাতুন নামের আরেক সেবা প্রত্যাশী বলেন, আমার ছোট ছেলেটার জ্বর আর ঠান্ডা লেগেছে। আগেও এখান থেকে ফ্রি ওষুধ নিছি। আজ এসে শুনি ওষুধ নেই। গরিব মানুষের জন্য এই ক্লিনিক, কিন্তু এখন তো কোনো উপকারই পাচ্ছি না। বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হলে তো ৪-৫’শ টাকা লাগবে।

কালুহাটি কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ কেয়ার প্রভাইডার মাজেদুল হক বলেন, আমাদের কাছে রোগী আসে, কিন্তু দেওয়ার মতো ওষুধ নেই। এতে রোগীরাও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, আমরাও বিব্রত হচ্ছি। এখন রোগী আসলে শুধু স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের তো কিছু করার নেই।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন মো. কামরুজ্জামান বলেন, সরকারি ভাবে ওষুধ সরবরাহ একদম কমে গেছে। কবে নাগাদ ঠিক হবে তাও সিওর বলা যাচ্ছে না। আশা করছি দ্রুতই ওষুধ সরবরাহ ঠিক হলে এই সংকট কেটে যাবে।

ঝিনাইদহে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে সরিষার আবাদ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মিয়াকুন্ডু গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। যতদূর চোখ যায় শুধু হলুদ আর হলুদ। মাঠ জুড়ে যেন বিছানো রয়েছে হলুদ গালিচা। রঙের পাশাপাশি সরিষার হলুদ ফুলের গন্ধ মাতিয়ে তুলেছে পুরো এলাকা। রঙ আর সুবাসে প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ সৌন্দর্যের নান্দনিক রূপে।

মিয়াকুন্ডু গ্রামের মতই ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে এবার কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। সরিষা ফুলে ফুলে ভরে গেছে বিভিন্ন উপজেলার মাঠ। সেই সাথে মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।

কৃষি বিভাগের দেওয়া তথ্যমতে,এ বছর ঝিনাইদহের ৬ উপজেলায় ১৩ হাজার ২’শ ২৯ হেক্টর জমিতে ১৯ হাজার ২’শ ৩৫ মেট্টিকটন সরিষার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুলে থাকা আর কৃষি বিভাগের প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে।

সেই সাথে পরিমিত পরিচর্যার কারণে ফলনও ভালো আশা করছেন তারা।

সদর উপজেলার মিয়াকুন্ডু গ্রামের কৃষক আনু মন্ডল বলেন,‘এবার ঝড় বৃষ্টি হয়নি। যে কারণে সরিষার কোনো ক্ষতি হয়নি। আবহাওয়া ভালো থাকায় এবার ফলন ভালো হবে বলে আমরা আশা করছি।’

একই গ্রামের কৃষক মশিয়ার রহমান বলেন,সামনে কোনো প্রাকৃতি দুর্যোগ না হলে ৪৬ শতকের বিঘায় আমরা ১০ থেকে ১১ মন ফলন পাব বলে আশা করছি।’

কৃষক বসির মিয়া বলেন,‘এবার সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। যে কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। তেলের যে দাম কিনে খাওয়ার মতো নেই। এবার সরিষার ফলন হলে সয়াবিন তেলের উপর আমরা আর নির্ভর করব না।

আমরা এবার নিজেদের জমির উৎপাদিত সরিষার তেল দিয়েই সারা বছর চলবে। সরিষা আবাদে আমাদের কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা করা হচ্ছে। কোনো সমস্যা হলে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছি।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: নুর-এ-নবী বলেন,‘ভোজ্য তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানো,শস্য নিবিড়তা ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সরিষা চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর কৃষকদের পর্যাপ্ত সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে আমরা নিয়মিত কৃষক ভাইদের পরামর্শ দিচ্ছি। সেই সাথে সরিষা ক্ষেতের পাশে মধু চাষ করাচ্ছি। এতে যেমন সরিষার ফলন বাড়ছে তেমন মধু উৎপাদন হচ্ছে। আমরা এবছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাব বলে আশা করছি।’

কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়েছে ঝিনাইদহ; জেঁকে বসেছে শীত

কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়েছে পুরো ঝিনাইদহ জেলা। পশ্চিমা বাতাশে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কে যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

সারা দিন সুর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কর্মজীবী, বৃদ্ধ এবং কোলের ছোট্ট শিশুসহ সাধারণ পথচারিরা। দুরপাল্লার গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে অনেককেই পড়তে হচ্ছে নানা ভোগান্তিতে।

শীত নিবারণের জন্য কেউ কেউ রাস্তার পাশে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আবহাওয়ার সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে,

জেলায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে ১১থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

এ অবস্থায় বৃদ্ধ ও শিশুরা ঠান্ডাজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। হাসপাতাল গুলোতে শিশুদের উপচে পড়া ভিড়। পরিস্থিতি এভাবে অব্যাহত থাকলে জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের উদ্যোগে শহরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও গ্রাম এলাকায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।

ঝিনাইদহের ৪টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২৭ জন প্রার্থী

ঝিনাইদহ জেলার ৪টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। গ্তকাল সোমবার মনোনয়ন পত্র জমাদানের শেষদিনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ২৭ জন প্রার্থী। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় গুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশে এই মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন সোমবারে এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এএসএম মতিউর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র প্রার্থী মো. আলম বিশ্বাস, জাতীয় পাটির মনিকা আলম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, মার্কসবাদী দলের মো. সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া, বাংলাদেশ

খেলাফত মজলিসের মো. আসাদুজ্জামান ও এবি পাটির মো. মতিয়ার রহমান।

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত মো. আব্দুল মজিদ, জামায়াতে ইসলামীর আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশের এইচএম মোমতাজুল ইসলাম, জাতীয় পাটির সাওগাতুল ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটির মো. আবু তোয়াব, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদের আসাদুল ইসলাম আসাদ।

ঝিনাইদহ-৩ (মহেশপুর-কোটচাঁদপুর) আসন দুটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মোহাম্মদ মেহেদী হাসান রনি, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাও. সারোয়ার হোসেন, গণঅধিকার পরিষদ, জিওপির মো. সুমন কবির ও আমার বাংলাদেশ পার্টির মুজাহিদুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) এই আসনে মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনিত রাশেদ খাঁন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আহমদ আব্দুল জলিল, জামায়াতে ইসলামীর মো. আবু তালিব, জাতীয় পাটির এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু ও গণফোরামের খনিয়া খানম। এছাড়া এই আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ওবায়দুল হক রাসেল, মীর আমিনুল ইসলাম ও বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও বিএনপির সাবেক সাংসদ শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা খাতুন।

সোমবার দিনের বিকাল ৫টার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রার্থীরা তাদের নিজ নিজ মনোনয়নপত্র জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলাস্থ সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিয়েছেন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্ত মো. আবুল হোসেন বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ জেলার সংসদীয় চারটি আসনে মোট ৩২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন এর মধ্যে ২৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করবেন।

ঝিনাইদহে অংকুর নাট্য একাডেমির মাসব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে অংকুর নাট্য একাডেমির মাসব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (২৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টায় শীতার্ত মানুষের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অংকুর নাট্য একাডেমীর সভাপতি আহসান হাবিব রনক, দাতা সদস্য সিও’র নির্বাহী পরিচালক সামসুল আলম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, অংকুর নাট্য একাডেমির আজীবন সদস্য মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, অংকুর নাট্য একাডেমির নাট্য সম্পাদক মীর আব্দুল মান্নান।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন অংকুর নাট্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রথম দিনে ৫০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জিকে সেচ খালের গাছ চুরি করে কেটে নেওয়ার অভিযোগ

উঠেছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার কুলচারা গ্রামের জিকে সেচ খালে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া ডিএম কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শিক্ষক আমিরুল ইসলাম শনিবার বিকেলে কুলচারা গ্রামের জিকে সেচ খালের ১ টি রেইনট্রি ও ২ টি ইপিল ইপিল গাছ স্থানীয় এক কাঠ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। দুপুরের পর কাঠ ব্যবসায়ীরা শ্রমিক দিয়ে গাছ কাটা শুরু করলে স্থানীয়রা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সটকে পড়ে ওই কলেজ শিক্ষক ও শ্রমিকরা।

ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিন বলেন, এর আগেই এই কলেজ শিক্ষক আমিরুল ইসলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটেছে। আমরা তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দিয়েছিলাম। এবারও তিনি একই কাজ করছে। আমরা আবারো তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করব।

অভিযোগের ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক আমিরুল ইসলাম বলেন, সমিতির মাধ্যমে গাছ লাগানো ছিলো। সেই গাছ কাটতে চেয়েছিলাম। পরে আর কাটা হয়নি। ওখানেই আছে গাছগুলো।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, গাছ কাটার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত অভিযোগ আসেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ড অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।